বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Government Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক (বি.এস.টি.আই. কর্মচারী ইউঃ অফিস), বি.এস.টি.আই. ভবন তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা

e-mail : info@bgeac3.com, web : www.bgeac3.com

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মুক্তি সনদ

৬ দফা দাবিনামা

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচার সচিব মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Government Employees Association

৬ দফা দাবী নামা

(১ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয়
প্রতিনিধি সম্মেলনে অনুমোদিত

১। (ক) একজন মাননীয় বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী চাকুরী কমিশন ও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশনে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে এবং সরকারের পক্ষে সদস্য সচিব পদে একজন প্রতিনিধি থাকবেন।

(খ) বেতন স্কেল ঘোষণাকালে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী বাজারদরের চিত্র বিবেচনায় রেখে ৫ (পাঁচ) সদস্যের পরিবারের ন্যূনতম জীবন যাপন এর মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত রেখে বেতন ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ০২ (দুই)টি ও (১১নং বেতন স্কেল থেকে ১৭নং স্কেলের পুনর্বিন্যাস করতঃ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বর্তমান ০৭ (সাত)টি স্কেলের পরিবর্তে ০৩ (তিন)টি স্কেলসহ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীদের জন্য মোট ১২ (বার)টি গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) ক্রমাগত টাকার অবমূল্যায়ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি আর্থিক বছরে জাতীয় বাজেট ঘোষণার সময় আনুপাতিক হারে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) মূল বেতন ১০০% বাড়ি ভাড়া, ২,০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১,০০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, মাসিক ১,০০০ টাকা টিফিন ভাতা, ২,০০০ টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল বাবদ পৃথক ভাতা প্রদানসহ সরকারি বাড়িতে বসবাসরত কর্মচারীদের মূল বেতন থেকে অতিরিক্ত টাকা কর্তন রহিত করতে হবে।

(ঙ) টাইম স্কেল প্রাপ্ত কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বেতন স্কেলের পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণ করতে হবে এবং সকল প্রকার বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে।

(চ) ২৫ বৎসরের স্থলে ২০ বৎসর চাকুরী পূর্তির পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর করতে হবে। ১০০% পেনশন, ১ ঃ ৪০০ টাকা হারে গ্রাচ্যুইটি প্রদান ও অবসরকালীন ১২ মাসের পরিবর্তে সমুদয় পাওনা অর্জিত ছুটির বেতন প্রদান করতে হবে।

(ছ) ভ্রমণ ভাতা (টিএ), দৈনিক ভাতা (ডিএ) ও ওভার টাইম এর হার বৃদ্ধিসহ মালামাল পরিবহনের ব্যয় বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। কক্সবাজার, কুয়াকাটাসহ পর্যটন সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ ও হাওড় অঞ্চলসমূহের কর্মরত কর্মচারীদের মূল

বেতনের ২০% হারে পর্যটন ভাতা/ বিশেষ ভাতা প্রদান করতে হবে।

২। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মক্ষেত্রে একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় নিয়োগপ্রাপ্ত একই ধরণের বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন কর্মসম্পাদনকারী বিভিন্ন পদে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে চাকুরীগত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিরাজমান বা সৃষ্ট বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে–

(ক) সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে একই পদে ৪ (চার) বৎসর চাকুরী পূর্তির পর কর্মকর্তাদের ন্যায় দুই গ্রেড উপরে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে হবে।

(খ) সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর, বিচার বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত প্রধান সহকারী, পরিসংখ্যান সহকারী, অফিস সুপার, বাজেট সহকারী, হিসাব রক্ষক, অডিটর, উচ্চমান সহকারীসহ সমমানের সমমর্যাদার অন্যান্য পদের কর্মচারীদেরকে সচিবালয়ের অনুরূপ কর্মচারীদের ন্যায় পদবী পরিবর্তন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সমমর্যাদা সম্পন্ন অফিসার পদবী প্রদান ও সাঁটলিপিকারদের পদবী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসাবে নামকরণসহ অভিন্ন বেতন স্কেল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করতে হবে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টোর অফিসার পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্টোর কিপার/স্টোর সহকারীদের ১০০% পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) কৃষি ডিপ্লোমা, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্টসহ সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী বিভিন্ন পদ/পদবীর কর্মচারীদেরকে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী/ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় বেতন স্কেলসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা দিতে হবে এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদ বা অনুরূপ পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদের ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে।

(ঘ) সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/ মুদ্রাক্ষরিক (বর্তমান বেতন ক্রম ৪,৭০০ ৯,৭৪৫ টাকা) এবং সমযোগ্যতা ও সমবেতনক্রমের সকল কর্মচারীদের বেতন ক্রম ০২ (দুই) গ্রেড উন্নীত করে ৫,২০০ ১১,২৩৫ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) নক্সাকারসহ সমযোগ্যতাসম্পন্ন ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটধারী কর্মচারীদের বেতনস্কেল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন স্কেলের এক ধাপ নিচে নির্ধারণ করতে হবে এবং ৩৩% উপ-সহকারী পদে পদোন্নতির বিধান রাখতে হবে।

(চ) যে সকল পদের বেতন স্কেল ও মর্যাদা একই বিভাগের বা প্রজাতন্ত্রের অন্য কর্মবিভাগের অনুরূপ কর্মচারীদের চাইতে কম, সে সকল পদ-পদবীর বেতন স্কেল ও মর্যাদা উন্নীত করে সমতা বিধান করতে হবে এবং ওয়ার্ক সুপারভাইজার, ওয়ার্ড-মাস্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ সুপারভাইজারী দায়িত্ব পালনকারী পদসমূহের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ ও পদোন্নতির বিধান রাখতে হবে।

(ছ) প্রজাতন্ত্রের সকল দপ্তর প্রতিষ্ঠানের পদগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

(জ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সকল আইসিটি জনবলের পদসমূহকে "টেকনিক্যাল পদ" হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান, ৫টি টেকনিক্যাল ইনক্রিমেন্ট, রেডিয়েশন ভাতা (ঝুঁকি ভাতা) প্রদান এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতিযোগ্য কোনো পদ নেই সে সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজনের মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থাকরণ। অফিস সহকারীর সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন রেকর্ড কিপার/মেডিক্যাল রেকর্ড কিপার পদবীর কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। ল্যাব টেকনিশিয়ান/ ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট, প্রজেকশনিস্ট, সাইক্লোস্টাইল মেশিন/ফটোস্ট্যাট মেশিন অপারেটর, টেলেক্স/টেলিফোন অপারেটর, ম্যাকানিক/ ইলেকট্রিশিয়ান, ডিসপাস রাইডার, ক্যাশ সরকার ও দপ্তরীসহ যে সকল ব্লক পদে পদোন্নতির সুযোগ নেই সে সকল পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। (ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগে আউট সোর্সিং প্রথা বন্ধ করতে হবে।

(খ) বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর খবরদারী পরিহার করে সরকারি অঙ্গনে কর্মচারী সংকোচন পরিকল্পনা পরিহার করতঃ বিরাজমান সকল "তৃতীয় শ্রেণীর" শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের স্বার্থে সকল দপ্তর প্রতিষ্ঠানে নবসৃষ্ট কর্মকর্তা পর্যায়ের পদগুলির সাথে আনুপাতিক হারে বিভিন্ন স্তরে তৃতীয় শ্রেণীর সহায়ক ও সহযোগী পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতি যোগ্য সকল শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও শূন্য পদ পূরণে বিলম্ব ঘটলে পদোন্নতি প্রদানকালে ভূতাপেক্ষা কার্যকারিতা দিতে হবে।

(ঘ) অফিস সহকারী-কাম-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/মুদ্রাক্ষরিকদের ৫০% স্টেনোটাইপিস্ট পদে ও স্টেনোটাইপিস্টদেরকে সাঁটলিপিকার পদে ১০০% পদোন্নতি প্রদানের বিধান রাখতে হবে।

(ঙ) কোনো ক্যাডার বা নন-ক্যাডার কর্মকর্তা অথবা উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের অংশ গ্রহণে বিশেষ সুবিধা হিসাবে চাকুরীর অভিজ্ঞতাকে বাড়তি যোগ্যতা বিবেচনা করে বয়সসীমা শিথিল করতে হবে।

(চ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৫ বৎসর পর পর উচ্চতর পদে পদোন্নতি ও বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে।

৪। (ক) ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশসহ কর্মচারী নিবর্তনমূলক সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

করার বাধ্যতামূলক বিধান রহিত করতে হবে।

(গ) বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে আপীল আবেদন নিষ্পত্তি বিলম্বিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই দায়ী থাকবেন এবং বিলম্বিত সিদ্ধান্তের জন্য কোনোভাবেই আপীলকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

(ঘ) সরকারের রুলস্ অব বিজনেস ও এলোকেশন অব বিজনেস অমান্য করে এবং সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় ঘটিয়ে নতুন নতুন সেল গঠন করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অধিদপ্তরের কার্যপরিধি সংকোচন করার সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) ঢাকাস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। অন্যান্য সকল সরকারি হাসপাতালসমূহে সরকারি কর্মচারীদের জন্য শয্যা সংরক্ষণসহ বিনা ফিতে রোগ নির্ণয়ের সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। অনুরূপভাবে বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকসমূহে শয্যা সংরক্ষণসহ ৫০% ডিসকাউন্ট হারে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(চ) উন্নয়ন খাতে কর্মচারী, ওয়ার্কচার্জড ও কনটিজেন্সী কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে আনয়ন করতে হবে। ১ম যোগদানের তারিখ থেকে চাকুরীকাল গণনাসহ নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে হবে। উন্নয়নখাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত জনবলের প্রকল্পের চাকুরীকাল গণনা করে টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হবেনা মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্মম ও অমানবিক আদেশ বাতিল করতে হবে এবং যাদের পেনশন ও আনুতোষিকের টাকা কর্তন করা হয়েছে তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে।

(ছ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কর্মকর্তাদের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদেরকেও প্রেষণে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(জ) সরকারি নিয়োগযোগ্য পদে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষ্য কোটায় ১০% পদ সংরক্ষণ করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী পোষ্যদের ১০% ভর্তির কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঝ) গাড়ি চালকদের জন্য সহকারী পরিবহন কর্মকর্তা/পরিবহন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়িচালকসহ অন্যান্য কারিগরি কর্মচারীদেরকে ২টি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট প্রদান করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জীবন বীমার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে মূল বেতনের ২০% হারে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করতে হবে।

৫। (ক) অবিলম্বে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং তার তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ বা ব্যবহারের বিষয়ে পরিচালিত কর্মকাণ্ড ও মতা মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে।

ও সম্পদের হিস্যা স্ব-স্ব দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে। ট্রাস্ট এর সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(খ) কর্মচারীদের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, দক্ষতা সীমা অতিক্রম সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধার বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় বহির্ভূত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্বের নিয়ম বহাল বা স্ব-স্ব দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে। পদোন্নতি ও শূন্য পদ পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়-দায়িত্ব বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হবে।

(গ) গৃহনির্মাণ অগ্রিম ঋণ, মোটর সাইকেল অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা স্ব-স্ব দপ্তর প্রধানদেরকে প্রদান করতে হবে। কর্মচারীদেরকে ১২০ (একশত বিশ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গৃহনির্মাণ বাবদ অগ্রিম ও বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ক্রয়বাবদ সুদ মুক্ত অগ্রিম ঋণ প্রদান করতে হবে এবং কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার কেনার জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের জন্য অধিকহারে বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে মন্ত্রণালয় কেন্দ্রিক বাসা বরাদ্দের নীতিমালা পরিবর্তন করে বাসা বরাদ্দের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর-প্রতিষ্ঠান তথা-বিভাগীয় প্রধানদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। কর্মচারী অনুপাতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর-প্রতিষ্ঠানের সরকারি বাসার কোটা নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারি কর্মচারীদের হায়ার পারচেজে ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। রাজধানী ঢাকাসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য কর্মচারীদের ফ্ল্যাটের ধার্যকৃত মূল্যমানের টাকা দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণের অর্থ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। সরকারি আবাসন প্রকল্পে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের কোটা নির্ধারণ করতে হবে এবং আবেদন পত্রে জমা টাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় সীমিত রাখতে হবে।

৬। (ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারিকরণ, স্বায়ত্তশাসিত বা বিলুপ্তিকরণ চলবে না। আইএলও কনভেনশন এর ১৫১ ধারা অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুস্বার ও অনুসমর্থন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।
(খ) স্নাতক প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশাজীবী সমিতির ন্যায় বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির অফিস ভবনের জন্য জায়গা বরাদ্দ দিতে হবে এবং সমিতির উন্নয়নে বাৎসরিক অনুদান দিতে হবে।

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২-১১৭৫০১

United, We Bargain!
Divided, We Beg!!

ঐক্যবদ্ধ
সংগঠনই
দাবী
আদায়ের
হাতিয়ার

Sponsored by :
স্বান্তনা রাণী দাস, মহিলা বিষয়ক সচিব ও মারজাহান আক্তার নিপা, সহকারী মহাসচিব, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, রওশনারা স্মৃতি, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর কমিটি।